সতাইরে বর্জ্জিবে বাপা বুঝি অনুমানে
বাপার সেবা মা তুমি করিহ রাত্রি দিনে।
কৌশল্যা বলেন রাম দড় যাবে বন
তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
মাবধী করিলে রাম কত মহাপাপ
মাতৃবধী পাপে তুমি বড় পাইবে তাপ।
বাপের সত্য পালন করিবে মায়ের মরণে
কোন পাপ বড় রাম ভাব দেখি মনে।
হাত আছাড়ি লক্ষ্মন চারিভিতে চায়
রাম বলেন লক্ষ্মন তোর বুদ্ধি ভারি নয়।
যত যত্ন কর তুমি রাজ্য লইবারে
তত যত্ন করি আমি বন যাইবারে।
সতাইর দোষ নাহি দোষী নহে কুজী
সকল দেখিবে ভাই বিধাতার বাজি।
ভাল মতে জানেন সতাই আমার চরিত্র
জানিয়া শুনিয়া সতাই করে বিপরিত।
ভরত হইতে সতাই আমার করেন আসা
সতাইর দোষ নাই আমার দৈবদশা।

যে দিন যে হবে তাহা বিধাতা সব জানে
দুঃখ না ভাবিহ ভাই ক্ষমা দেহ মনে।
দুঃখ না ভুঞ্জিলে কর্ম্ম না হয় খণ্ডন
দুঃখ সুখ দেখ ভাই ললাটলিখন।
প্রবোধ না মানে লক্ষ্মন সর্প যেন গর্জ্জে
জাঠি ঝকড়া টানে ঘনং তর্জ্জে।
ধনুকে গুন দিয়া লক্ষ্মন চাহে চারিভিতে
দুই চক্ষুর জলে বীরের সর্ব্বাঙ্গ তিতে।
রাজ্য খণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী
ফল মূল খাইয়া রব হইব তপস্বী
সন্যাসী তপস্বী যত ব্রাহ্মনের কর্ম্ম
ক্ষত্রি হয়া যুদ্ধ করে সেই তার ধর্ম্ম।
ক্ষত্রি রাজা কোথায় করেছে বনবাস
শত্রুর বচনে কেন রাজ্যে ছাড়ি আস।
ত্রিভুবন জানিল সভাই শত্রুমধ্যে গনি
শত্রুর বচনে রাজ্য ছাড়ে কোথাও না শুনি।

তোমা বিনা মহারাজার আর নাহি মনে
তুমি বনে গেলে রাজা ত্যজিবে পরানে।
তুমি বনে গেলে রাজা যাবে পরলোকে
তোমার মাতা মরিবে যে তোমা পুত্রশোকে।
এই শোকে মাতা পিতা মরিবে দুই জনে
মাতা পিতা বধী তুমি কর কি কারনে।
অকারনে বিরি আমি অজানু বাহুদণ্ড
অকারনে বিরি আমি বিনুক প্রচণ্ড।
অকারনে বিরি আমি বিনুক এ শূল
আজ্ঞা কর ভরত কাটিয়া করি নির্ম্মূল।
সকল ব্যর্থ হইল মোর এত সব গুনে
আমি হেন সেবক থাকিতে তুমি যাবে বনে।
শ্রীরাম বলেন ভরত না করে অপরাধি
ভরত কিছু নাই জানে এতেক প্রমাদ।
অকারনে ভরতেরে কেনে কর রোষ
বিধাতানির্ব্বন্ধ কর্ম্ম ভরতের কি দোষ।
কৌশল্যা লক্ষ্মন তারা বুঝান দুই জন
মা ভাই বুঝান রাম না শুনেন বচন।

বিদায় হইল রাম মায়ের চরনে
চৌদ্দ বৎসর মাতা আমি থাকি গিয়া বনে।
মায়ে পোয়ে কোলাকুলি করিল দুই জনে
চৌদ্দ বৎসর দেখা নাহি হবে তোমার সনে।
যে মন্ত্র কৌশল্যা পাইয়াছিল আরাধিনে
সেই মন্ত্র দিল রানী শ্রীরামের কানে।
চৌদ্দ বৎসর বনে তুমি থাকিবে কুশলে
অষ্ট লোকপাল রাখ্য আমার জাওয়ালে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখিবেন কার্ত্তিক গনপতি
লক্ষ্মী সরস্বতী তোমায় রাখিবেন পার্ব্বতী।
একাদশ রুদ্র রাখিবেন দ্বাদশ রবি
জলে স্থলে তোমায় রক্ষা করিবেন পৃথিবী।
চৌদ্দ বৎসর যদি রহে আমার জীবন
তবে তোমা সনে মোর হবে দরশন।
বিদায় হইল রাম মায়ের চরনে
লক্ষ্মন সহিত গেল সীতা সম্ভাষনে।
শ্রীরাম বলেন সীতা মোর কর্ম্মদোষে
সতাইর বোলে আমি যাই বনবাসে।

বিভা করি এক বৎসর ছিলাম আমি ঘরে
হেনকালে সতাই বিষম প্রমাদ পাড়ে।
সতাইর বোলে আমি যাই বনবাস
ভরতেরে রাজ্য দিতে বাপার আশ্বাস।
চৌদ্দ বৎসর আমি থাকি গিয়া বনে
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে।
সীতা বলেন সকল সুখে হইলাম নিরাস
স্বামী বিহনে মোর কিসের গৃহবাস।
তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা
তোমা বিনা কোন কর্ম্ম নাহি জানে সীতা।
স্বামী বই স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি
স্বামীর জীবনে জিয়ে মরনে সংহতি।
একেশ্বর গোসাঞি কেন হবে বনবাসী
পথের সংহতি হব করে লহ দাসী।
বনেতে গোসাঞি তুমি বেড়াবে ভোকে শোষে
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে।
আমার তরে গোসাঞি তুমি না করিহ চিন্তা
গুটি দুই ফলমাত্র খাইবেন সীতা।

তোমার কারনে ভোক শোক নাই জানি
তোমার সেবায় আমি ত্যজিব আহার পানি।
রাম বলেন বলি শুন জনকদুহিতা
বিষম দণ্ডক বন না যাইহ সীতা।
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা সাপ আর সাপিনী
বিষম দণ্ডক বন ঠেকিলে সে জানি।
সোনার থালে ভুঞ্জ তুমি পায়স পিষ্টকে
ফল মুল খাইয়া কেন বেড়াবে দণ্ডকে।
সুখে শুইয়া থাকিবে তুমি পালঙ্গ ওপরে
কুশের কাঁটা ফুটিবেক বনের ভিতরে।
তুমি আমি বনে হইব বিকৃতি আকৃতি
দোঁহে দোঁহার মুখ দেখি না পাব পীরিতি।
চৌদ্দ বৎসর গেলে সীতা হেন বুঝ মনে
চৌদ্দ বৎসর গেলে সুখে থাকিব দুই জনে।
শ্রীরাম বলেন সীতা ক্ষমা দেহ মনে
বিষম রাক্ষস গুলা আছে সেই বনে।
রামের বচনে সীতার দুই ওষ্ঠ কাঁপে
কুপিয়া রামের তরে বলেন মনস্তাপে।

পণ্ডিত হৈয়া বল তোমার বুদ্ধি হৈল আন
হেন জনার তরে বাপা কন্যা দিল দান।
আপন স্ত্রী রাখিতে বা ভয় করে যে মনে
বীর হেন তাহারে বলয়ে কোন জনে।
রাজ্য লৈতে ভরত না করিল অপেক্ষা
তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কেমনে পায় রক্ষা।
পাইয়াছিলা রাজ্য তুমি নিল যেই জনে
রাজ্য নিল স্ত্রী লৈতে বিলম্ব কতক্ষনে।
তোমার সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফোটে
তৃন হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে।
তোমার কাছে থাকিতে যদি গায়ে লাগে ধুলি
তোমা দরশনে মোর সেই নেত্রের তুলি।
অনেক তীর্থ দেখিব অনেক তপোবন
নানা পর্ব্বতের ওপর করিব আরোহন।
বাপের বাড়িতে যখন ছিলাম শিশুকালে
দেখিয়া সন্যাসী সব বলিত আমারে।
আমার বাপের তরে বলিত সন্যাসী
তোমার কন্যারে দেখি হইবে বনবাসী।

মহাজনের কথা কভু না হয় খণ্ডন
বনবাস করিব আমার ললাটে লিখন।
তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
স্ত্রীবধী হৈলে পাপ নহেং বিমোচন।
শ্রীরাম বলেন আমি বুঝিনু তোর মন
তোমা পরিক্ষিতে আমি বলিনু এতক্ষন।
বনবাস করিবে যদি হৈয়াছে তোমার মন
গায়ের খসাইয়া ফেল যত অভরন।
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে
গায়ে হৈতে অলঙ্কার ফেলিল সত্বরে।
সম্মুখে দেখেন সীতা যত লোক জন
তাসভারে দিল. সীতা যত অভরন।
অভরন দিয়া বলেন সীতাত রূপিনী।
অভরন পরেন যেন তোমার ব্রাহ্মণী।
শ্রীরাম হৈতে সীতার ভাণ্ডারে বহু ধন
ধন বিলাইল সব ভাণ্ডার হৈল শূন্য।
শ্রীরাম বলেন শুন ভাইত লক্ষ্মন
দেশেতে থাকিয়া সভার করহ পালন।

দাস দাসী সভাকারে করিহ জিজ্ঞাসা
রাজ্য নিতে লক্ষ্মন ভাই না করিহ আসা।
আমার শোকে মরিবে আমার মা বাপ
তোমারে দেখিলে দোঁহার খণ্ডিবে তাপ।
যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষ্মন
এক জনে দেখিলে তবু হৈবে পাসরন।
লক্ষ্মন বলেন আমি চলিনু আগুয়ান
আমি সঙ্গে থাকিব গোসাঞি না ভাবিহ আন।
যেই তুমি সেই আমি সভাই তাহা জানে
আমি থাকিলে সভাইর প্রসন্ন নহে মনে।
সীতার সঙ্গে কেমনে বেড়াবে বনে২
সেবক ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে।
রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাহি জানে
সেবক সেবা করিলে দুঃখ পাসরিবে মনে।
রাম বলেন লক্ষ্মন যদি যাবে মোর সনে
বাছের বাছ বান তবে লহত লক্ষ্মনে।
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে
বাছি ধনুক বান লহ শুন সাবধানে।

শ্রীরামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মন সত্বর
ভালং বান সব বান্ধিল বিস্তর ।
রাম বলেন লক্ষ্মন বলি তোমার তরে
তল্লাস করহ ধন আছেত ভাণ্ডারে ।
ধন অর্থ আমার যত কোন পুয়োজন
ব্রাহ্মন সজ্জনে আনি বিলাহ যত ধন ।
বশিষ্ঠ মহামুনি আন কুল পুরোহিত
তাসভারে ধন দিয়া করহ তুষিত ।
বাছিয়াং আন কুলীন ব্রাহ্মন
যেবা যত চাহে তারে দেহ বহু ধন ।
যতেক দারিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায়
তাসভারে দেহ ধন যেবা যত চায় ।
আমার দুঃখে যত লোক হইবেক দুঃখী
চৌদ্দ বৎসরের তরে করিয়া রাখ সুখী ।
লক্ষ্মন পাইল যদি রামের সম্বিধান
আনিয়া সকল ধন দিল রামের স্থান ।

ভাণ্ডার শূন্য করে রাম ধনবরিষণে
সভারে তুষিল রাম মধুর বচনে ।
আমার লাগি তোমরা না করহ ক্রন্দন
ভরত ভাই সতকার করিবে পালন ।
কোন গুণ নাই ভাই ভরতশরীরে
বড় তুষ্ট আছি আমি ভরতব্যবহারে ।
নানা রত্ন দিয়া রাম করিল পরিহার
দানে শূন্য করিল রাম শতেক ভাণ্ডার ।
সকল ভাণ্ডার শূন্য হইল আর নাহি ধন
হেনকালে বার্ত্তা পাইল দারিদ্র ব্রাহ্মণ ।
বড়ই দারিদ্র সেই ত্রিজটা নাম ধরে
দানের কথা শুনিয়া সে ধড়ফড় করে ।
চলিতে না পারে ব্রাহ্মণ তনু অতি শেষ
হেনকালে ব্রাহ্মণী তার বলে উপদেশ ।
দরিদ্র ঠাকুর হৈল পাইয়া রামের ধন
তুমি আমি বুড়া বুড়ি মরি দুই জন ।
তুমি বৃদ্ধ আমি স্ত্রী দুঃখ যে অপার
কোন জন পুষিবে কোথায় মিলিবে আহার ।

শুনিয়া ব্রাহ্মণ তবে নড়ি ভর করে
আবিপুহরের পথ গেল রামের গোচরে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি ত্রিজটা নাম ধরি
বৃদ্ধকালে স্ত্রী আমি পুষিতে না পারি।
পুত্র নাই আমার কে করিবে পালন
অনাহারে বুড়া বুড়ি মরি দুই জন।
নড়ি ভর করি আইলাম অনেক শকতি
তোমা বিনা দরিদ্রের আর নাই গতি।
রাম বলেন দীন নাই তুমি আইলে শেষে
এক লক্ষ ধেনু দিনু লৈয়া যাও দেশে।
ধেনু দান পাইয়া দ্বিজ হরিষ অন্তরে
কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতরে।
দড় করি চুল বান্ধে নড়ি করি হাতে
পালে প্রবেশ করে বুড়া উঠিতে পড়িতে।
বুড়ার বিক্রম দেখি হাসে সর্ব্ব জন
ধেনুতে মারিবেক আজি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
হাসিয়া বিকল কেহ করেন বিসাদ
বৃদ্ধবধ করিতে রাম পাড়িলা প্রমাদ।

রাম বলেন ব্রাহ্মন কহিতে মাত্র ধাই
তোমার শক্তি নিতে নারিবে এক লক্ষ গাই।
এক ধেনু লইতে তোমার এতেক শক্কট
মরিবারে যাহ কেন ধেনুর নিকট।
ধেনুর সহিত দান করিলাম গোয়াল
গোয়াল রাখিবে ধেনু থাকে যত কাল।
অনুমানে জানিলাম তুমি বড়ই ভিখারি
আজ্ঞা কর আর কিছু ধন দিতে পারি।
ব্রাহ্মন বলেন প্রভু না চাহি আর ধন
ধেনু বই ধনে মোর কোন প্রয়োজন।
বুড়া বুড়ি ধেনুর দুগ্ধ খাইব অপার
কত দুগ্ধ বিক্কি দিয়া পুরিব ভাণ্ডার।
অনাথের নাথ তুমি সর্ব্ব লোকের গতি
তোমার গুন কহিতে পারে কাহার শকতি।
এক লক্ষ ধেনু লৈয়া ব্রাহ্মন গেল দেশে
অযোধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

শ্রীরামের প্রসাদে সভার বাড়ে ঠাকুরাল
তোমার বিনে বঞ্চিবে সুখে প্রজা সকল।
রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে
মাতায় হাত দিয়া কান্দে স্ত্রী আর পুরুষে।
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর ঃ
আওয়াস হৈতে তিন জন হইল বাহির।
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা নগরী
সীতার পাছে ধায় যত অযোধ্যার নারী।
যে সীতা না দেখিল সুর্য্যের কিরন
হেন সীতা বন যায় দেখে সর্ব্ব জন।
যেই রামচন্দ্র বেড়ান সোনার চতুর্দোলে
হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভুমি তলে।
কোথাও না দেখি এমন কোথাও না শুনি
হাহা করে সর্ব্ব লোক চক্ষে পড়ে পানি।
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে
বাপের ঠাঁই বিদায় মাগে শ্রীরাম লক্ষ্মনে।

বুদ্ধি নাহিক রাজার হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে যান মোর কেমনে রহে প্রাণ।
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী
রাম হেন পুত্র মোর হইল বনবাসী।
অনুমানে বুঝি রাজার নিকট মরণ
বিপরীত বুদ্ধি হৈল এইসে কারন।
লক্ষ্মণ সহিত রাম যান তপোবনে
রাজা সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মনে।
পুরী সমেত কান্দি যায় শ্রীরামের সনে
চৌদ্দ বৎসর এক ঠাঁই থাকিব গিয়া বনে।
অযোধ্যার ঘর দ্বার ফেলাহ ভাঙ্গিয়া
সুখে রাজ্য করুক কৈকেয়ী ভরত লইয়া।
ব্যাঘ্র ভালুক হউক অযোধ্যা নগরে
মায়ে পোয়ে ভরত রাজা করুক একেশ্বরে।
যত দূর যান সকল লোকেতে বাখানে
বাপের ঠাঁই বিদায় হইয়া চলে তিন জনে।
এক বিহঙ্গ বাহির হইল তিন জন
আওয়াস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন।

রাজা বলে কৈকেয়ী তুই কালসাপিনী
তোরে বিভা করি আমি মজিলাম আপনি।
রঘুবংশ ক্ষয় করিতে আইলি রাক্ষসী
শ্রীরাম হেন পুত্র মোর করিলি বনবাসী।
কেমনে দেখিব আমি রাম যান বনে
শ্রীরাম বনে গেলে আমি তাজিব পরাণে।
প্রাণ যাউক তাহে মোর নাই কোন দুঃখ
স্ত্রীর কুক্কুর মোরে বলিবে সর্ব্ব লোক।
বড় রাজা আমি জিনিলাম রণে
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে মোর বাণে।
যেই রাজা জিনি কৈকেয়ী দৈত্য সম্বর
অমরাবতী স্বর্গ জিনিবেক পুরন্দর।
হেন দশরথ রাজা স্ত্রীলাগিয়া মরে
এই অপকীর্ত্তি আমার থাকিল সংসারে।
আর পুরুষ না হইবে স্ত্রীর কুকুর
আমার মরনে লোক শিখিল বিস্তর।
তোরেত বর্জ্জিবেন ভরত তোর অনাচারে
আমি বর্জ্জিলাম তোর মায়ে পোয়ের তরে।

আজি হইতে তোরে আমি করিলাম বর্জ্জন
ভরতের না লইব শ্রাদ্ধ তর্পণ।
এক বিহন্দের বাহির আছেন তিন জনে
সব কথা শুনে রাম লক্ষ্মণ সীতা তিন জনে।
সকল কথা শুনিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ
রাজার ক্রন্দনে কান্দে ভাই দুই জন।
আওয়াসভিতরে রাজা কান্দেন করুনে
হেনকালে সুমন্ত্র গেল রাজাবিদায়ানে।
যোড়হাতে বার্ত্তা কহে রাজার গোচরে
ক্ষনমাত্র রহিয়াছেন আওয়াসভিতরে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা তিন জনে যান বনে
বিদায় হইতে দ্বারে আছেন তিনজনে।
রাজা বলে সুমন্ত্র মোর হরিয়াছে জ্ঞান
সাত শত মহারানী আন মোর স্থান।
রাজাজ্ঞা পাইয়া চলে সুমন্ত্র সারথি
সাতশত মহাদেবী আনে শীঘ্রগতি।
সাত শত মহাদেবী রাজারে বেড়ি বৈসে
তারাগন মধ্যে যেন চন্দ্র প্রকাশে।

রাজাজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র চলিল তখন
রাম লক্ষ্মণ সীতারে আনিল তিন জন।
যোড়হাতে বন্দেন রামি বাপের চরণ
আজ্ঞা কর আমরা বনে যাই তিন জন।
মাথায় ঘা হানে রাজা করে হাহাকার
আমার সনে দেখা বাছা না হইবে আর
এথা না রহিব আমি না রবে জীবন
তোমার সনে রাম আমি যাব তপোবন।
রাম বলেন পুত্র সঙ্গে বাপ নাই যায়
বাপের সঙ্গে পুত্র যাইতে ওপযুক্ত হয়।
রাজা বলেন রাম তুমি থাক এক রাতি
এক রাত্রি বাপে পোয়ে থাকিব সংহতি।
ভালমতে দেখি তোমার চন্দ্র বদন
আর আমার সনে বাপু নাহি দরশন।
রাম বলেন চৌদ্দ বৎসর থাকি গিয়া বন
এক রাত্রি লাগি কর সত্য ওলঙ্ঘন।
আজি আমি বনে যাইব সভাইর সন্নিধান
আজি থাকিলে সভাইর মনে হৈবে আন।

আজি হৈতে অন্ন আমি করিলাম বর্জ্জন
বনে গিয়া ফল মুল করিব ভক্ষন।
তারে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার
বাপের সত্য পালিয়া সোধিয়ে বাপের ধার।
রাজা বলে সুমন্ত্র শুন আমার বচন
ঘোড়া হাতী সঙ্গে দেহ বহুমুল্য ধন।
অরন্যের ভিতরে অনেক পুন্যস্থান
ঋষি তপস্বী দেখিয়া তাহারে দিহ দান।
রামেরে ধন দিতে রাজা করিল আশ্বাস
অন্তরে শুকাইল কৈকেয়ী ছাড়িল নিশ্বাস।
সর্ব্ব গা মলীন হৈল বিবর্ন হৈল মুখ
রাজার তরে গালি পাড়ে পাইয়া মনে দুঃখ
ভরতেরে রাজ্য দিতে কৈলা অঙ্গীকার
কুটিল হৃদয় তোমার সত্যে নৈলে পার।
তোমার বংশে আছিল সগর মহাশয়
অশ্বমঞ্জা পুত্রে বর্জ্জে প্রবীন তনয়।
শ্রীরামে বর্জ্জিতে তোমার মনে লাগে ব্যথা
আপনি সত্য করিয়া তুমি করিলে অন্যথা।

এত যদি রাজারে কথা বলিল কৈকেয়ী
রাজা বলে পাপিষ্ঠী শুনহ কথা কহি।
অশ্বমঞ্জা সগরপুত্র দুরাচার করে
দেখিবামাত্র ছাওয়ালের গলা চাপি ধরে।
মাতা পিতা দুঃখ পায় পুত্রশোক তাপে
সবে মেলি গোচরিল অশ্বমঞ্জুর বাপে।
তোমার রাজ্য ছাড়ি রাজা যাব আর দেশে
অশ্বমঞ্জা বল করে পাই বড় ক্লেশে।
তোমার রাজ্য ছাড়ি রাজা করিব গমন
লোক যদি রাখিবে পুত্রে করহ বর্জ্জন।
অশ্বমঞ্জা বর্জ্জে রাজা লোক অনুরোধে
শ্রীরাম পুত্র বর্জ্জিব আমি কোন অপরাধে।
মা বাপের প্রাণ রাম জগতজীবন
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন।
হেনকালে রাম বলে বাপ বিদ্যমানে
ভাল যুক্তি সতাই বলিলেন তোমার স্থানে।
রাজ্য ছাড়িয়াত যেবা যায় বন
ঘোড়া হাতী ধনে তার কোন প্রয়োজন।

গাছের বাকল পরিব দণ্ড করিব হাতে
আমি আর লক্ষ্মন বন যাই সঙ্গে সীতা ।
বাকল পরিবে রাম কৈকেয়ী তাহা শুনে
রাখিয়াছিল যে বাকল দিল ততক্ষনে ।
বাকল আনিয়া দিল রঘুনাথের হাতে
বাকল দেখিয়া কাঁদে রাজা দশরথে ।
লক্ষ্মন সীতারে দিল বাকল তিন খানি
সাত শত মহারানীর চক্ষে পড়ে পানি ।
চক্ষুর জল সভাকার করে ছল২
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল ।
হরি২ স্মরন করয়ে সর্ব্ব লোকে
বজ্রাঘাত পড়ে যেন দশরথের বুকে ।
রাজা বলে কৈকেয়ী পাশান তোর হিয়া
লোকধর্ম্ম নাহি তোর তিলেক নাই দয়া ।
এক জন দং-শিয়া কেন দং-শিলি তিন জন
লক্ষ্মন সীতারে কেন পাঠাইলি বন ।
বাপের সত্য পালিতে রাম যান বনবাস
সীতা কেমনে পরিবেন তপস্বির বেশ ।

বধূর দুঃখ দেখি রাজা করিছে ক্রন্দন
পাত্র মিত্র বলেন সীতা পরুন বসন।
বাপের সত্য পুত্র পালে বধূর কি দায়
পতিব্রতা সীতা দেবী পশ্চাৎ গোড়ায়।
নানা রত্ন পুর্ন্নিত রাজার সকল ভাণ্ডার
সুমন্ত্র শুনিয়া যোগায় দিব্য অলঙ্কার।
তাড় তোড়ল পরেন সীতা দোঘরি নুপুর
মকর কুণ্ডল পরেন হার কেয়ুর।
মনি মানিক পরেন সীতা বিচিত্র পাসুলি
রৌদ্রে মিলায় যেন ননীর পুত্তলি।
দুই বাই শঙ্খ পরেন অদ্ভুদ নির্ম্মাণ
পায়ের পাসুলি সীতার চিত্র নখের ঠান।
চিত্র বিচিত্র সীতা পরেন পাটের সাড়ি
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দরী।
রত্নে নির্ম্মিত সীতা পরেন অলঙ্কার
শশুরের পায় সীতা করেন নমস্কার।

বিদায় হইল সীতা শশুরচরনে
যোড়হাতে শাশুড়ির রহে বিদ্যমানে।
কৌশল্যা বলেন সীতা শুন সাবধানে
স্বামীর সেবা তুমি কর রাত্রি দিনে।
রাজার বহুয়ারী তুমি রাজার কুমারী
তোমার আচার করিবেন আর যত নারী।
নির্দ্ধন স্বামী হউক বড়ই নির্গুন
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কিছু নাই মন।
সীতা বলেন কৌশল্যা শুন ঠাকুরানী
স্বামীর সেবা করিতে আমি ভাল মতে জানি।
স্বামীর সেবা করি মাত্র এই আমি চাই
তেকারনে ঠাকুরানী বনবাসে যাই।
যত বীর্য্য কর্ম্ম করিয়াছি বাপের ঘরে
আর স্ত্রীর মত জ্ঞান না করিহ মোরে।
মায়ের অধিক আমারে ভাব যথা
হিতওপদেশ মোরে শিখাইলে মাতা।
সীতার কথা শুনিয়া কৌশল্যা মহারানী
তোমাহেন বধু আমি ভাগ্য করি মানি।

বধূরে বুঝাইয়া রানী বুঝান শ্রীরামে
সাবধানে থাকিহ বাপু মুনির আশ্রমে।
সীতা বধূর রূপেতে ত্রিভুবন জিনে
চক্ষুর আড় সীতারে না করিহ কোনখানে।
সুমিত্রা বলেন শুন পুত্র লক্ষ্মণ
রাম সীতায় দেবতা জ্ঞান করিহ সর্ব্বক্ষণ।
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃতুল্য সর্ব্ব শাস্ত্রে জানি
আমার অধিক দেখিবে সীতা ঠাকুরানী।
শ্রীরাম বলেন শুন সুমিত্রা সতাই
আশীর্ব্বাদ কর মোরা বনবাসে যাই।
বনবাসে তিনের তিন থাকিব দোষর
ত্রিভুবনভিতরে আমার কারে নাই ডর।
মাতা বিমাতা বন্দেন বাপের যত রানী
সভাকার ঠাঁই রাম মাগিল মেলানি।
নমস্কার করেন কৈকেয়ী চরণে
মেলানি দেহ গো সতাই আমি যাই বনে।
ভাল মন্দ বলেছি যত দুরক্ষর বানী
মনে কিছু না করিহ দেহ গো মেলানি।

পাপিষ্ঠ কৈকেয়ী তাহে নিষ্ঠুর শরীরে
ভাল মন্দ না কহিল শ্রীরামের তরে।
মায়েরে সুপিল রাম বাপের চরনে
চৌদ্দ বৎসর আমার মাকে করিহ পালনে।
রাজা বলে আমার যদি রহেত জীবন
তবে আমি তোমার মায়ের করিব পালন।
আমার সত্য তুমি যদি না কর লঙ্ঘন
তিন দিবস রথে চড়ি করুন গমন।
রাজাজ্ঞায় রথ আনে সুমন্ত্র সারথি
তিন দিবস রথে যাবে শ্রীরাম সংহতি।
শ্রীরাম লক্ষ্মন সীতা ওঠেন গিয়া রথে
নানা অস্ত্র তোলেন লক্ষ্মন ধনুর্ব্বান হাতে।
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া রাম যান বনবাসে
শ্রীরামের পাছে ধায় স্ত্রী আর পুরুষে।
ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যা নগরী
শ্রীরামের পাছু ধায় সব অন্তঃপুরী।
ডাক দিয়া সুমন্ত্রে বলিছে সর্ব্ব লোক
রথ রাখ দেখিব শ্রীরামের চাঁদমুখ।

কাঁটাখোঁচা ভাঙ্গি লোক ঊর্দ্ধ শ্বাসে ধায়
রাম সীতা লক্ষ্মণ মোর কত দূরে যায়।
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি
দেখিতে না পারি আমি লোকের দুর্গতি।
রথখান চালাহ তুমি ত্বরিত গমনে
বাপের সহিত আর না হয় দরশনে।
সুমন্ত্র বলে তোমার বাক্য না করিব আন
এক বাক্য বলি আমি কর অবধান।
ভাঙ্গিল সকল লোক অযোধ্যা নগরী
রথের পাছু লাগিল সকল অন্তঃপুরী।
রাজার সনে যদি মোর নহে দরশন
তবেত দেশেরে লোক করিবে গমন।
রাম বলেন সুমন্ত্র তুমি না জান মোর মন
ধন জন রাজ্য মোর নাই প্রয়োজন।
মোর বাক্য তুমিত না পার লঙ্ঘিবারে
ঝাট রথ চালাহ দেখা না দিব কাহারে।

শ্রীরামের আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র সারথি
রথখান চালাইয়া দিল শীঘ্রগতি।
কত দূর গেল রথ হইল অদর্শন
আছাড় খাইয়া পড়ে রাজা হৈয়া অচেতন।
রাজারে ধরিয়া তখন সর্ব্ব লোকে তুলি
কেহ গায়ের ধুলা ঝাড়ে কেহ বান্ধে চুলি।
এক দিনের শোকে রাজার মুর্ত্তি হৈল আন
রাজার বাঁচন নাই করে অনুমান।
চন্দ্রে গিলিতে রাহু যেন হয় আপন মূর্ত্তি
কৃষ্ণ বর্ণ হৈল রাজা আকৃতি প্রকৃতি।
রাজারে ধরিয়া সভে লৈয়া গেল দেশে
অন্তঃপুরভিতরে রাজারে করিল প্রবেশে।
গড়াগড়ি দশরথ বেড়ায় ভুমিতলে
হেনকালে কৈকেয়ী রাজারে ধরি তোলে।
রাজা বলে নাই ছুস কালসাপিনী
স্ত্রী হইয়া স্বামী বধিলি তুই চণ্ডালিনী।
প্রথম কালেতে কৈকেয়ী যখন আছিল যুবতী
রাত্রি দিন থাকিতে যে আমার সংহতি।

মরন নিকট রাজা গেল কৌশল্যার ঘর
দুই জনার শোক হৈল একই সোসর।
রাত্রি দিন নাই ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন
এক সমান শোকে কাতর হৈল দুই জন।
মুনি বেদ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ
অগ্নি আহুতি ছাড়ো পুজা ছাড়ে ভোগ।
হাতী আহার ছাড়িলে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস
রন্ধন ভোজন নাই করে উপবাস।
রাত্রি হৈলে স্ত্রী লোক না যায় স্বামীর পাশ
সংসার শূন্য হৈল লোক হইল নিরাস।
রাত্রি দিন কান্দে লোক করে জাগরন
তমসার কুলে গেল শ্রীরাম লক্ষ্মন।
নানা ফল ফুল দেখি সেই নদীর কুলে
রাজহংস চরি বোলে তমসার জলে।
সুমন্ত্রের তরে তখন বলিতেছেন রাম
তমসার কুলে আজি করিব বিশ্রাম।
রথের ঘোড়া স্নান করায় তমসার জলে
জল পান করাইয়া ঘোড়া রাখে নদীর কুলে।

বেলা অবসান সূর্য্য গেলত পশ্চিম
তমসার জলে স্নান করিল শ্রীরাম।
লক্ষ্মন বীর গাছের তলে কুড়াইল পাতা
তাহার উপর রহিলেন রাম সীতা।
কমণ্ডলু ভরি জল আনিল লক্ষ্মন
রাম সীতা দুই জনের পাখালে চরণ।
হাতে ধনুঃ লক্ষ্মন বীর রহিল জাগরনে
বড় প্রীত পাইল রাম লক্ষ্মনের সে বনে।
তমসার কুলে রাম বঞ্চেন এক রাত্তি
প্রভাতে যোগায় রথ সুমন্ত্র সারথি।
প্রাতঃস্নান করি রাম হৈল আগুসার
রথে চড়ি শ্রীরাম তমসা হৈল পার।
যথা তথা গিয়া যে শ্রীরামের রথ রয়
সেই দেশের লোক আসি দেয় পরিচয়।
বুড়া কালে দশরথ স্ত্রীর কুকুর
হেন পুত্র বধূ পাঠায় বনের ভিতর।
যথা তথা রঘুনাথ বাপের নিন্দা শুনে
তথা হৈতে যান রাম ত্বরিত গমনে।

তমসা ছাড়িয়া গেল নদী বৃতিসৃতী
তাহা পার হৈল রাম নদীত গোমতী।
জলে হংস কেলি করে দেখি সুশোভন
সেই নদী পার হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মন।
রাম বলেন সীতা এই আইলাম ত্বরিত
ইক্ষ্বাকুর রাজ্য এই অইনু আচম্বিত।
এই দেশে ইক্ষ্বাকু ধরিল ছত্র দণ্ড
আমার পুর্ব্ব পুরুষের দেখ রাজ্যখণ্ড।
যথা তথা যান রাম আপনি মহাশয়
সেই দেশের যত লোক দেয় পরিচয়।
তোমার বিহনে গোঁসাঞি রাজ্যের বিনাশ
কোন বিধি সৃজিল তোমার বনবাস।
সভাকারে রামচন্দ্র দিলেন মেলানি
রামারে সদয় তোমরা আমি ভাল জানি।
দশরথে নিন্দা করি সভে গেল ঘরে
বাপের নিন্দা শুনি রাম তথা হৈতে নড়ে।
পক্ষী হেন ওড়ে রথ যায় নানা দেশ
কোশলের রাজ্যে রাম করিল পুবেশ।

শ্রীরাম বলেন শুন সীতাত সুন্দরী
আমার মাতামহের আছিল এই পুরী।
নগরমধ্যে সীতা দেবী রহেন গাছতলে
যজ্ঞকুণ্ড সারি২ গঙ্গার দুই কুলে।
গঙ্গার দুই কুলে কুম্ভীর আছয়ে প্রচুর
ব্রাহ্মনের শাসন গঙ্গার দুই কুল।
গুবাক নারিকেল আর আম্র কাঠাল
গঙ্গাতীরে বসিয়াছে বসতি অপার।
দুই কুলে ব্রাহ্মন সব করে বেদধ্বনি
গঙ্গার দুই কুলে স্নান করেন যত মুনি।
সুমন্ত্রের তরে তবে বলেন শ্রীরাম
গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম।
সুমন্ত্র লক্ষ্মন দোঁহে দিল অনুমতি
রথে হইতে ওলিলেন চারি ব্যক্তি।
শ্রীরাম লক্ষ্মন সীতা নামিল গাছের তলে
রথের ঘোড়া সুমন্ত্র চরান গঙ্গাকুলে।
সূর্য্য পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে
হেনকালে গেল রাম শৃঙ্গবের দেশে।

শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হরষিত
বলিতে লাগিলেন রাম হৈয়া আনন্দিত।
গুহক চণ্ডাল তথা আছে মোর মিত
আমাকে পাইলে মিতা হবে হরষিত।
শ্রীরাম বলেন শুন সুমন্ত্র সারথি
মিতার বাড়িতে আমি থাকিব এক রাত্রি।
কথা বার্ত্তায় দুই জনে থাকিব সংহতি
অমৃতসমান ফল পাব নানা জাতি।
বারোমাসিয়া ফল খাব আম্র কাঁঠাল
সুরঙ্গি নারাঙ্গি পাইব আম্র রসাল।
বনবাস বঞ্চিতে রাম রহিল সেই দেশে
অযোধ্যা কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে।

যোড়হাত করি বলে সুমন্ত্র সারথি
আমাকে কি আজ্ঞা গোঁসাঞি কর অবগতি।
শুনিয়া বলেন রাম কমললোচন
রথ লইয়া দেশে তুমি করহ গমন।

তিন দিন আইলাম বাপের আদেশে
তিন দিবস হইল তুমি যাহ আপন দেশে।
আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যা নগরী
সকল কহিবে গিয়া বাপ বরাবরি।
বুড়া বাপ এড়িয়া আইলাম দেশান্তরে
এমন দারুন শোক কেমতে পাসরে।
বাপের সেবা না করিলাম থাকিয়া নিকটে
কোথাও না দেখি হেন কোন জনে ঘটে।
পরবাসে ভরত ভাই থাকিল বিদেশে
ভরত আনিয়া রাজ্য করাবে হরিষে।
যত দিন ভরত ভাই এ কথা না শুনি
তত দিন বাপের প্রান করিবে টানাটানি।
মায়ের চরনে জানাইহ মোর নমস্কার
আমার তরে শোক যেন না করেন আর।
রাত্রি দিন সেবা যেন করেন মোর বাপে
মোরে পাসুরিবে মাতা বাপার সন্তাপে।
পরিহার জানাইহ কৈকেয়ীর গোচর
তার কিছু দোষ নাই মোর কর্ম্মফল।

বাপার চরণে জানাইহ মোর পরিহার
তিনি অস্থির হইলে মজিবে সংসার ।
তুমি হেন মহাপাত্র সুমন্ত্র সারথি
ইষ্ট কুটুম্বের ঠাঁই জানাবে মিনতি ।
শ্রীরামের কথা শুনি সুমন্ত্রের ক্রন্দন
আর কত দিনে গোঁসাই পাব দরশন ।
বিদায় হইয়া যায় সুমন্ত্র কাঁদিতে২
অতি শীঘ্রগতি রথ চালান ত্বরিতে ।
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া রাম চিন্তে মনে
লক্ষ্মণ সীতা লইয়া যুক্তি করে তিন জনে ।
এথা হইতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ
এথা থাকিলে আমা নিতে আসিবে ভরত ।
সুমন্ত্র কহিবে আমি শৃঙ্গবের পুরে
শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে ।
যাবৎ সুমন্ত্র পাত্র নাই যায় দেশে
গঙ্গা পার হৈয়া চল যাই বনবাসে ।

গুহক চণ্ডালের ঠাঁই বলেন শ্রীরাম
চিত্রকুট পর্ব্বতে গিয়া করিব বিশ্রাম।
গঙ্গার বিষম ঢেও বড়ই তরঙ্গ
ঝাট পার কর যেন সত্য না হয় ভঙ্গ।
সাত কোটি নৌকার ঠাকুর গুহক চণ্ডাল
সোনার নৌকা আনিলেক সোনার কেরাল।
গুহা বলে নৌকা আমি করিনু সাজন
এক রাত্রি রঘুনাথ বঞ্চ তিন জন।
এক রাত্রি রঘুনাথ থাকিব সংহতি
রাম বলেন মিতা কালি বঞ্চিলাম রাতি।
আজি এথা রহিতে মিতা মনে বিস্ময় করি
ভরত আসিয়া পাছে রহায় ত্বরাতরি।
ঝাট পার কর মোরে না কর বিলম্ব
গুহা বলে ঝাট পার করিব আরম্ভ।
গুহার বাড়ি রঘুনাথ বঞ্চিল দুই রাতি
বিদায় হইয়া চলি যান শীঘ্রগতি।
প্রভাত কালে নৌকা গুহা করিল সাজন
পার হইয়া কুলেতে উঠিল তিন জন।

মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর
দুই ক্রোশ পথ বাহিয়া যায় গঙ্গাতীর।
শ্রীরাম বলেন ভরদ্বাজ বৈসে চিত্রকুটে
আজি বাসা করিব গিয়া তাহার নিকটে।
মুনি সব লইয়া বসিয়াছেন ভরদ্বাজ
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে দীপ্তিরাজ।
হেনকালে সেইখানে গেল তিন জন
তিন জনে বন্দিলেন মুনির চরন।
শ্রীরাম বলেন শুন মুনি মহাশয়
তিন জন তোমার ঠাঁই করি পরিচয়।
দশরথের পুত্র আমরা দুই জন
শ্রীরাম আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
বাপের সত্য পালিতে আমি হৈনু বনবাসী
জনককুমারী সীতা সঙ্গেত রূপসী।
রামকথা শুনি মুনি উঠিল সম্ভ্রমে
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল শ্রীরামে।
মুনি বলেন রাম তুমি বিষ্ণু অবতার
বিষ্ণু আরাধনে তপ করেত সংসার।

যাহার তপ আরাধিন করেন মুনিগণে
সেই বিষ্ণু আসিয়াছেন মোর বিদ্যমানে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লক্ষ্মী আইল তিন জনে
আপনারে ধন্য করি মানিল এত দিনে
গঙ্গা যমুনার মধ্যে আমার বসতি
বনবাস বঞ্চ এথা থাকিব সংহতি।
রাম বলেন অযোধ্যা নিকট বড় পথ
এথা রহিলে আমা নিতে আসিবে ভরত।
এথা হৈতে কোন স্থান আছয়ে নির্জ্জন
যমুনার পার সেই অদ্ভুত হয় বন।
অনেক মুনিগণ বৈসে বটবৃক্ষ তলে
মৃগ পক্ষী বনজন্তু আছে কুতূহলে।
নানা ফল মুল পাইবে বড়ই সুস্বাদ
তপোবন দেখি রাম ঘুচিবে অবসাদ।
মুনি সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশে
তথা গেলে ভরত তোমার না পাবে উদ্দিশে।
এই দেশে নাই রাম নৌকার সঞ্চার
ভেলা বান্ধিয়া রাম যমুনা হবে পার।

কুড়ি গাজ যমুনা হৈবে আড়ে পরিসর
ওভেতে না জানে লোক গভীর বিস্তর ।
এক রাত্রি রাম এথা বঞ্চ তিন জন
কালি প্রভাতে যাইহ মুনির তপোবন ।
এথা হইতে তপোবন হৈবে দুই যোজন
দুই প্রহরের মধ্যে যাইবে তিন জন ।
চিত্রকূটে শ্রীরাম বঞ্চিল এক রাত্তি
বিদায় হইয়া রাম যান শীঘ্রগতি ।
দুই বীরের হাতে বিচিত্র ধনুক বান
মাঝে সীতা পাছে লক্ষ্মন আগেতে শ্রীরাম ।
মুনির পাড়া দিয়া যান সীতাত সুন্দরী
যে দেশ দিয়া যান সীতা আলো করে পুরী ।
জযন্ত নামেতে কাক আকাশে ওড়ি বোলে
সীতার রূপ দেখি কাক ধড়ফড় করে ।
অচেতন হৈয়া কাক ধরিতে নারে মন
দুই পায়ের নখে আঁচড়ে সীতার দুই স্তন ।
ওড়িয়াত গেল কাক পাইয়া তরাস
ছয় মাসের পথ গেল পর্ব্বত কৈলাশ ।

ওহহ করি ডাকেন যে সীতাত সুন্দরী
রাম বলেন লক্ষ্মন সীতারে কেবা মারি।
রামের কথা শুনি ফাম্বর হইল লক্ষ্মন
মায়ের তরে মন্দ করে হেন কোন জন।
সুমিত্রা অধিক সীতা ঠাকুরানী মা
পলাইয়া গেল কাক আঁচড়িয়া গা।
দেখিতে না পাই কাক গেল কোনখানে
বানেত বিন্ধিয়া তারে মারিব পরানে।
হেনকালে রামেরে বলেন দেবী সীতা
আঁচড়িয়া গেল কাক বড় পাই ব্যথা।
কাক মারিতে রঘুনাথ পুরিল সন্ধান
যে দেশে গেল কাক সে দেশে তারে হান।
কৈলাশ ছাড়িয়া কাক অমরাবতী যায়
কাক মারিতে রামের বান পাছুং ধায়।
ইন্দ্রের ঠাঁই কাক গিয়া পশিল শরন
ঐষিক বান রামের হইল ব্রাহ্মন।
ব্রাহ্মন হইয়া বান গেল ইন্দ্রের ঠাঁই
শ্রীরামের বান আমি জয়ন্ত কাক চাই।

বিষম করিয়াছে কর্ম্ম বধিব জীবন
কাক রাখিলে ইন্দ্র হৈবে তোমার মরণ।
কাক রাখিতে নারিলেন দেব পুরন্দর
আনি দিল কাক রামের বানের গোচর ।
জয়ন্ত কাক দেখি রোষে শ্রীরামের বাণ
বিন্ধিয়া করিল কাকের এক চক্ষু কান।
শ্রীরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আঁখি
করুনাসাগর রাম না মারিল পাখি।
শ্রীরাম বলেন সীতা দেখ কাকের অপমান
যে চক্ষে দেখিল সেই চক্ষু হৈল কান।
অপমান পাইয়া কাক গেল নিজ দেশে
অযোধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

দুই প্রহরের রৌদ্রে সীতার হৈল বড় ব্যথা
চলিতে না পারি প্রভু আজি রহ এথা।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত সীতার পায়ের অঙ্গুলী
রৌদ্রে মিলায় যেন ননীর পুতুলি।

মুনির পাত্তা দিয়া তখন যান তিন জনে
মুনির স্ত্রী বধূ আইল সীতাসম্ভাষণে ।
পথেতে যাইতে তারা দেখে তিন জন
সীতার কাছে গিয়া তারা জিজ্ঞাসে কারণ।
রাজকুমারী তোমায় দেখি সুন্দর মূর্ত্তি
এক কথা কহি হের কর অবগতি।
নীলকমলদল নব জলধর
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহর।
সুন্দর বদন দেখি ত্রিভুবনের সার
আগে যান মহাশয় কে হন তোমার ।
নীলকমলমুখ ভ্রুভঙ্গী রচিতা
পুলকে মণ্ডিত গণ্ড হাসিলেন সীতা ।
লাজে হেট মুণ্ড সীতা নাহি বলেন আর
ইঙ্গিতে বলেন সীতা স্বামীত আমার ।
কমলিনী সীতা পথ বহেন ধীরে ২
তিন জন গেল তবে যমুনার তীরে ।
যমুনার গম্ভীর জল পাতাল প্রমাণ
রাম দেখি হৈল জল হাঁটুর সমান।

না জানিয়া ভেলা তাহে বান্ধেন লক্ষ্মণ
হাঁটু পানি পার হৈয়া গেল তিন জন।
মুনির চরণে রাম বন্দিল তখন
শ্রীরাম দেখিয়া মুনি হরষিত মন।
মুনি বলেন শ্রীরাম আপনি নারায়ন
তপস্বির বেশে কেন আইলা তিন জন।
রাম বলে বাপের আজ্ঞায় আইনু বনবাসে
চৌর্দ্দ বৎসর থাকিব তপস্বির বেশে।
যমুনার পার রাম হৈল বনবাসে
রথ লইয়া সুমন্ত্র গুত্তরিল দেশে।
ছয় দিন বই গেল অযোধ্যা নগর
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রাজার গোচর।
রাজব্যবহারে পাত্র রাজারে নমস্করে
শ্রীরাম রাখিয়া আইলাম শৃঙ্গেরের পুরে।
সেথা হইতে আইলাম রাজা তিন দিবসে
শ্রীরাম লক্ষ্মন সীতা রহিল সেই দেশে।
বিদায় দিলেন রঘুনাথ মধুর বচনে
নমস্কার করিয়াছেন তোমার চরণে।

অমৃত জিনিয়া রামের মধুর বচন
গর্জ্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষ্মণ।
গাণ্ডিব ধনুক লৈল গর্জ্জে যেন ফণী
সভেমাত্র কিছু না বলিল ঠাকুরানী।
এতেক সুমন্ত্র যদি বলিল বচন
পুরির সমেত সভে করিছে ক্রন্দন।
সাত শত মহাদেবী রাজার যত রানী
কান্দিয়া বিকল সভে পোহায় রজনী।
কেহ কারে না শান্তায় সভে অচেতন
পূর্ব্বকথা রাজার তবে হইল স্মরণ।
কৌশল্যার ঠাঁই রাজা কহে পূর্ব্বকথা
মহাজনের বাক্য কভু না হয় অন্যথা।
মৃগ মারিতে গেলাম আমি শরযূর কূলে
অন্ধ মুনির পুত্র বাওসে জল ভরে।
আমার জ্ঞান মৃগ সব করে জল পান
শব্দ পাইয়া আমি পূরিলাম সন্ধান।
জল ভরিতে ফুটে বান মুনিপুত্রবুকে
প্রাণ গেল বলি তখন মুনিপুত্র ডাকে।

কোন অপরাধে প্রান নিলা কোন জনে
এতেক শুনিয়া আমি গেলাম সেইস্থানে।
মুনিপুত্র বলে রাজা পাড়িলে প্রমাদ
আমারে মারিলে কোন পাইলে অপরাধ।
অন্ধ মাতা পিতা আমি পুষি রাত্রি দিনে
আজি বুড়া বুড়ি মরিবে আমার মরনে।
অন্ধ মাতা পিতা আমার শ্রীফলের বনে
আমা কোলে করি রাজা চল সেই স্থানে।
যাবৎ আমার বাপ নাই দেয় শাপ
আমা লৈয়া চল তুমি যথা আমার বাপ
এই বই তোর আর নাই প্রতিকার
এতেক বলিল মোরে মুনির কুমার।
অন্ধ বুড়া বুড়ি বসিয়াছে যেইখানে
শিশু কোলে করি আমি গেলাম সেই বনে।
মুনি বলেন রাজা তুমি বড়ই দুষ্কর
অবিচারে কেন মারিলে আমার কোঙর।
আমারে লহ রাজা তুমি শরযুর কুলে
পুত্রের তর্পন করিব আমি শরযুর জলে।

অন্ধ মুনি ধরিয়া নিলাম শরযুর পানি
পুত্রের তর্পন করি দিল শাপ বানী।
পুত্রশোকে মরি তারা গেল স্বর্গবাসে
দেশেরে আইলাম আমি পাইয়া তরাসে।
মহাজনের বাক্য কভু না হয় খণ্ডন
আজিকার রাত্রে রানী আমার মরন।
অন্ধ মুনির শাপ এত দিনে ফলে
ছটফট করে রাজা বোল মুখে হরে।
হাহা রাম করি রাজা ত্যজিল জীবন
নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন।
পুরীরসহিত কান্দিয়া পোহায় রজনী
রাজারে চিয়াইতে গেল সাত শত রানী।
দুই দণ্ড বেলা হৈল সুর্য্যের উদয়
এত ক্ষন নিদ্রা যান রাজা মহাশয়।
রাজা মরিল করিয়া সভার হৈল মন
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক জীবন।
আছাড় খাইয়া পড়ে সাত শত রানী
রাজার পায় ধরি কান্দে সাত শত সতিনী।

পুত্রশোকে কৌশল্যা রানী পরম দুঃখিতা
রাজার পা ধরি কান্দে হইয়া মুর্চ্ছিতা।
সত্যবাদী রাজা তুমি সত্যে বড় স্থির
সত্য পালি স্বর্গে গেলা পুন্যশরীর।
সত্য না লঙ্ঘিলে তুমি বড় পুন্যলোক
স্বর্গবাসী হৈয়া এড়াইলা পুত্রশোক।
রাজা স্বর্গে গেল আর রাম গেল বন
দুই শোকে প্রান মোর আছে কিকারন
ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা মহারানী
কৌশল্যারে প্রবোধ করেন বশিষ্ঠ মহামুনি।
তোমারে বুঝাব আমি নহেত ওচিত
মরা লাগিয়া কান্দ যত সব অনুচিত।
স্বর্গে গেল মহারাজা পালিয়া পৃথিবী
রাজার ধর্ম্ম কর্ম্ম কর তুমি মহাদেবী।
তৈলভিতর পুরিয়া রাখ রাজা দশরথ
দেশে আসি অগ্নিকার্য্য করিবে ভরত।

বাসি ঘরা আছেন রাজা চারি প্রহর রাতি
প্রাতঃকালে পাত্র মিত্র করেন যুকতি।
সত্য পালিয়া রাজা গেল স্বর্গবাস
অরাজক রাজ্য হৈল বড় পাই ত্রাস।
অরাজক রাজ্য হৈল বড় অকুশল
অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল।
অরাজক রাজ্য হৈলে দ্রুমে না হয় ফল
অরাজক রাজ্যে চাকরে না ধরে বোল।
অরাজক রাজ্যের লোক পথ না বয়
অরাজক রাজ্য হৈলে দস্যুভয় হয়।
অরাজক রাজ্য হৈলে হাতী ঘোড়া ছোটে
অরাজক রাজ্য হৈলে লোকের ধন টোটে।
অরাজক রাজ্য হৈলে হয় ডাকা চুরি
অরাজক রাজ্য হৈলে বড় ভয় করি।
অরাজক রাজ্য হৈলে আর রাজা তর্জ্জে
অরাজক রাজ্য হৈলে লোক দুঃখে মজে।
অরাজক রাজ্য হৈলে না বরিষে পুরন্দর
অরাজক রাজ্য হৈলে এত অমঙ্গল।

অরাজক রাজ্য হৈলে স্ত্রী না রহে পাশে
অরাজক রাজ্য হৈলে বড় পাই ত্রাসে।
অরাজক রাজ্যের কথা বড় বিপরিত
অরাজক রাজ্য হৈলে থাকিতে অনুচিত।
রাজ্য করিল দশরথ রাজা মহাশয়
বুড়ার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপয়ে বুড়ার ডরে
রাজ্যের কুশল ছিল বুত্তার আদরে।
হেন রাজা বিহনে রাজ্য করে টলমল
রাজা হৈলে রাজ্য রক্ষা প্রজার কুশল।
ভরতেরে রাজ্য দিতে রাজার অঙ্গীকার
ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার।
ভরত গিয়া থাকিলেন মাতামহের ঘরে
দুত পাঠাইয়া ভরত আনহ সত্বরে।
রাজা স্বর্গে গেল রাম গেল বনে
এতেক প্রমাদ ভরত কিছুই না জানে।
এ সব কথা ভরতেরে না কহিত এখন।
তবে ভরত দেশে না করিবে গমন।

মায়ের দোষ শুনিলে ভরত না আসিবে কোপে
ভরতেরে আনিতে না পারিবে কার বাপে।
রাম গেলেন বনে ভরত মাতুলের পাড়া
চারি পুত্র থাকিতে দশরথ বাসি মরা।
বুদ্ধের আগল পাত্র মন্ত্রনা বিশেষ
সেই সে ভরত আনিতে পারিবেক দেশ।
যাত্রা করিয়া দিলেন বশিষ্ঠ পুরোহিত
ভরত আনিতে তারা চলিল ত্বরিত।
হস্তিনা নগর তারা গেল তিন দিবসে
আর দিন গেল তারা কুরক্ষেত্র দেশে।
নীহারের রাজ্য গেল ত্বরিত গমনে
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান পুরী বিচিত্র আওজনে।
রাত্রি দিন পথ বহিয়া চলিল সত্বর
পুনবের রাজ্যে গেল দেখি মনোহর।
আড়িকুল দেশ গেল যেন অমরাবতী
নানা কুতুহলে লোক করয়ে বসতি।
বহুবেনু নদী পার হৈল সর্ব্ব জন
নদীর দুই কূলে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।

অনেক নদ নদী কন্দর হইল পার
অনেক দেশ দেশান্তর এড়ায় অপার ।
গিরিরাজ দেশে কেকয় রাজা বৈসে
ওত্তরিল গিয়া অষ্ট পঞ্চম দিবসে ।
রাত্রি দিন পথ বহিয়া হইয়াছে বিকল
রন্ধন ভোজন করে পাইয়া রম্য স্থল ।
ভরতের তাঁই নাই হয় দরশন
পথশ্রমে নিদ্রা যায় হৈয়া অচেতন ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের সরস্বতী অধিষ্ঠান
অযোধ্যা কাণ্ড রচিল গীত অমৃতসমান ।

সুখে নিদ্রা যায় ভরত খাটের ওপর
কুস্বপ্ন দেখিয়া ভরত উঠিল সত্বর ।
রাত্রিপ্রভাতে ভরত বসিল দেয়ানে
পাত্র মিত্র সভে আইল ভরতের স্থানে ।

গায়ক রসাল আইল অমৃত নাচনী
সুললিত গীত গায় মধুর ভাল শুনি।
নৃত্য গীত করে তারা পরম শকতি
কথাবার্ত্তা নাই ভরত বিস্ময় বড় মতি।
সপ্তস্বরা গায় কেহ মধুর বীনা বাজায়
ভরতেরে বিরস দেখি নৃত্য গীত রয়।
ভরতেরে জিজ্ঞাসা করেন পাত্রগনে
এবোল শুনিয়া ভরত বলেন তখনে।
আজি কুস্বপ্ন দেখিলাম রাত্রি অবশেষে
চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া যেন পড়িল আকাশে।
কালিয়া হেন এক বুড়ি কহেত স্বপন
রাম লক্ষ্মন রাজ্য ছাড়ি গেল তপোবন।
মরা বাপ দেখিলাম তৈলের ভিতর
বাপের দেখিনু আমি এত অমঙ্গল।
চারি ভাই আর বাপ এই পাঁচ জন
অনুমানে বুঝি আমার বাপের মরন।
ভরতের কুস্বপ্ন শুনি সভার তরাস
পাত্র মিত্র ভরতেরে দিলেন আশ্বাস।

কুস্বপ্ন দেখিয়াছ যদি অতি দুরাচার
তাহার শুনহ ভরত কহি প্রতিকার।
দেবতার পুজা তুমি কর সাবধানে
ব্রাহ্মণ সজ্জন তুষ্ট কর মহাদানে।
ইহা বই ভরত কিছু নাই উপদেশ
দান হইতে ভরত ঘুচিবে তোমার ক্লেশ।
পাত্র মিত্র দিল যদি এতেক যুকতি
স্নান করি ভরত দান করে শীঘ্রগতি।
আগে দেবতা পুজা করেন দিয়া উপহার
তবে দান করেন ভরত সকল ভাণ্ডার।
যতেক ভাণ্ডার ছিল ভরতের মনে
ব্রাহ্মণেরে দান করে ধনবরিষণে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য কৈল নাই আর ধন
তবুত ভরতের কিছু স্থির নহে মন।
কেকয় মহারাজ বড় বিক্রমে প্রতাপ
দেয়ানে বসিল রাজা অতুল সন্তাপ।
ভরত বসিলেন গিয়া মাতামহের পাশ
তখন অযোধ্যার লোক সাম্ভায় আওয়াস।

কেকয় রাজার তরে দুত নোঙায় মাতা
ভরতের আগে গিয়া কহে সব কথা।
তোমায় নিতে আমরা আইলাম সর্ব্ব জন
ঝাট ভরত দেশে তুমি করহ গমন।
রাজার নিসান দেখ হাতের অঙ্গুরী
ঝাট চল ভরত আমরা রহিতে না পারি।
এক দণ্ড না রহিব আছে বড় কাম
ভরতে বিদায় দেহ কেকয় মহারাজ।
কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ
তোমারে দেখিবেন রাজা ঝাট চল দেশ।
শুনিয়া ভরত কিছু না যান প্রতীত
যত স্বপ্ন দেখিলাম সকল বিপরিত।
ভরত বলেন বাপের কথা কহ পাত্রগন
কুশলে আছেন তোমার শ্রীরাম লক্ষ্মন।
কৈকেয়ী মাতা কুশলে আছেন কৌশল্যা সুভাই
সকল কথা কহ তবে দেশে আমি যাই।
পাত্র মিত্র বলে ভরত সভার কুশল
সভারে দেখিবে যদি ঝাট চল ঘর।

মাতামহের পায়ে ভরত করিল নমস্কার
দেশে গিয়া তোমা দেখি আসিব আরবার ।
হাতী ঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য হীন
বিদায় হইয়া চলে ভরত শত্রুঘ্ন।
অযোধ্যায় গিরিরাজ দশ দিনের পথ
তিন দিবসে গিয়া ওত্তরে ভরত ।
শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন
অযোধ্যার লোক কেন বিরস বদন ।
এত শুনি পাত্র মিত্র হেট কৈল মাতা
ভাল মন্দ ভরতেরে না কহিল কথা ।
অযোধ্যার লোক এমত করিছে নিয়ম
রামের কথা রাজার কথা না কহে কোন জন ।
বিদায় করি পাত্র মিত্র চলিল সকল
বাপের আওয়াসে ভরত চলিল সত্বর ।
বাপেরে না দেখে ভরত শূন্য আওয়াস
তখনি জানিল ভরত বাপের বিনাশ ।
মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে
মরা শরীর আছে তথা তৈলের ভিতরে ।

বাপের আওয়াসে বাপ নাই দেখি
মায়ের আওয়াসে যান মনে বড় দুঃখী।
কৈকেয়ী বসিয়া আছেন রত্নসিংহাসনে
ভরতের যত দুঃখ কৈকেয়ী না জানে।
পুত্র রাজা হইবেরানী বড়ই কৌতুকে
হেনকালে ভরত গেল মায়ের সম্মুখে।
ভরত দেখিয়া রানী ত্যজিল সিংহাসন
ভরত করিল মায়ের চরন বন্দন।
মুখে চুম্ব দিয়া রানী পুত্র কৈল কোলে
কুশল বার্ত্তা কহ ভরত আমার বাপার ঘরে।
কেকয় রাজা আমার বাপ আছেন কুশলে
কুশলে আছেন মোর ভাই সহোদরে।
কেকয় রাজার পুত্র আছেন কুশল
কুশলে আছেন আমার ভাই সকল।
বিমাতা মাতা আমার বাপের যত স্ত্রী
কুশলে আছেন বাপার রাজ্য রাজগিরি।
ভরত বলেন মা তুমি নহত পাগল
মা বাপ ভাই তোমার আছেন কুশল।